mgw„× বার্তা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর সহায়তায় ও কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নে **সমৃদ্ধি** (ENRICH) কর্মসূচির মাসিক প্রকাশনা।

৬ষ্ট বর্ষ, ৬৮ তম সংখ্যা নভেম্বর ২০২১

mgw„× evoxi gva¨‡g G¯Íd DwÏb weKí Avq ˆZix nIqvq cwiev‡i ¯^endash;ewfK Rxe‡b hvcb

কুতুবদিয়ার ধুরুং ফাতেমা বেগম এর সমৃদ্ধ বাড়ী। সাগর বন্ধ থাকায় আজ সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া হয়নি স্বামী এস্তাফ উদ্দিন। স্বামীর রোজগারের দিকে না তাকিয়ে দুপুরের রান্নার জন্য নিজ সব্জি বাগান থেকে ঢেড়স তুলছিলেন ফাতেমা বেগম। তিনি জানান ঘরের মুরগীর ডিম ও সব্জি দিয়ে আজকের খাবার সেরে নিবেন। কুতুবদিয়ার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের কুইল্লার পাড়ায় ফাতেমা বেগমের দম্পত্তির বসবাস করেন। পরিবারের মোট ৬সদস্য বিশিষ্ট সংসার। উক্ত এলাকায় লবনের চাষের ফলে ধান ও সব্জি উৎপাদন প্রায় খুবই কম। এমন অবস্থায়

কুইল্লার পাড়া- সমৃদ্ধি বাড়ীর ছবি সংগ্রহে-মো: রশিদ- সমাজিক উন্নয়ন অফিসার, তাং ২৫/১০/২০২১ইং

কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সহকর্মী মো: ফরিদ উদ্দিনের মাধ্যমে সমৃদ্ধি বাড়ী গড়ে তুলেন তিনি। বসত ভিটায় সব্জির বাগান, পুকুরে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গাভী, ছাগল, কবুতর ও ফলজ এবং ঔষধী গাছও রয়েছে তার বাড়ীতে। তিনি আরও জানান, সংস্থা থেকে আদর্শ বাড়ী তৈরীতে কিছুটা আর্থিক সহযোগীতা পেয়েছেন, বাকীটা নিজেরাই যোগান দিয়েছেন। তাছাড়াও সংস্থাটি ফাতেমা বেগমের গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে নিয়মিত চেকআপ করার ফলে তার কোল জুড়ে এসেছে ফুটফুটে সুবল-সুস্থ্য একটি শিশু।

স্বামী এস্তাফ উদ্দিন বলেন, সাগর বন্ধ থাকায় মাছ ধরতে যেতে পারিনি ১৮-২০ দিন, কাজ না থাকলেও স্ত্রী ঘরের হাঁস-মুরগীর ডিম, মাছ ও সব্জি দিয়ে সংসার চালাতে পারেন। পারিবারীক Avq e„w× nIqvq Zvnvi cwiev‡i nwm Lykx mv‡_ Rxeb hvcb Ki‡Q| cwiev‡ii wkÿv_©1 †Q‡j I 3 †g‡q wbqwgZ †jLvcov Pwj‡q hv‡"Qb| cvkvcvwk wbqwgZ cyKzii gv‡Qi gva¨‡g cwiev‡i Awg‡li Afve c~ib Ki‡Q| Ges evoxi Aw½bvq meRx PvI n‡Z welgy³ meRR †L‡q Zv‡`i Pwn`v c~iY Kv‡R mnvqZv Ki‡Q| me‡k‡l Zv‡`i cwievi n‡Z †Kv÷ dvD‡Ûkb Gi D‡`¨vM Dbœqb KigKiZv-Rbve, dwi` DwÏb‡K mn †Kv÷ cwiev‡ii cÖ KZÁZv cÖk K‡ib|

সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে গাভী ক্রয় করে রোজগারের পথ উম্মেচন করেন আনার কলি

পাঁচ সন্তানের সংসার বিধবা আনার কলির। বছর পাঁচ আগে স্বামী ফজল করিম মারা যান। ভিটে-বাড়ী ছাড়া সম্পদ বলতে কিছু নেই। চার সন্তান বিদ্যালয়ে পড়ছে সংসারের বড় ছেলে রোজগার করলেও চাহিদার তুলনায় তা নগন্য। অভাব লেগেই থাকে সংসারে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা বাড়ি পরিদর্শনে গেলে আলোচনায় আনারকলির সংসারে অভাবের কথা জানতে পারেন। সমাজ উন্নয়ন কর্মর্কতা সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে বিশেষ সঞ্চয় করার পরার্মশ দেন। আনারকলি সম্মত হলে পরামর্শ অনুযায়ী নিকটস্থ ব্যাংকে একাউন্ট করেন। নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি মাসে ১০০০টাকা করে ২০ মাসে ২০০০০ টাকা জমা করেন এবং কোস্ট ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহয়তায় তাদের পরিবারকে ২০০০০ টাকা অনুদানের চেক প্রদান করেন। উক্ত টাকা সহ নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে, আনারকলি একটি গাভী ক্রয় করেন। গাভীটি বর্তমানে একটি নতুন বাচুর জন্ম দিয়েছে। গাভীর দুধ বাজারে বিক্রি করে সংসারের কিছুটা মিটাতে পারছেন এবং সংসারের আমিষের চাহিদাও কিছুটা পুরন হচ্ছে। এতে তাদের পরিবারে কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখছে। আনারকলি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন গাভীটি তাদের পরিবারের কিছুটা হলেও অভাব দূর করতে সহায়তা করবে।

ছবি সংগ্রহে-মো: রশিদ- সমাজিক উন্নয়ন অফিসার, তাং ০৫/১০/২০২১ইং

নুরুল আমিন ছানি অপারেশনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে পান

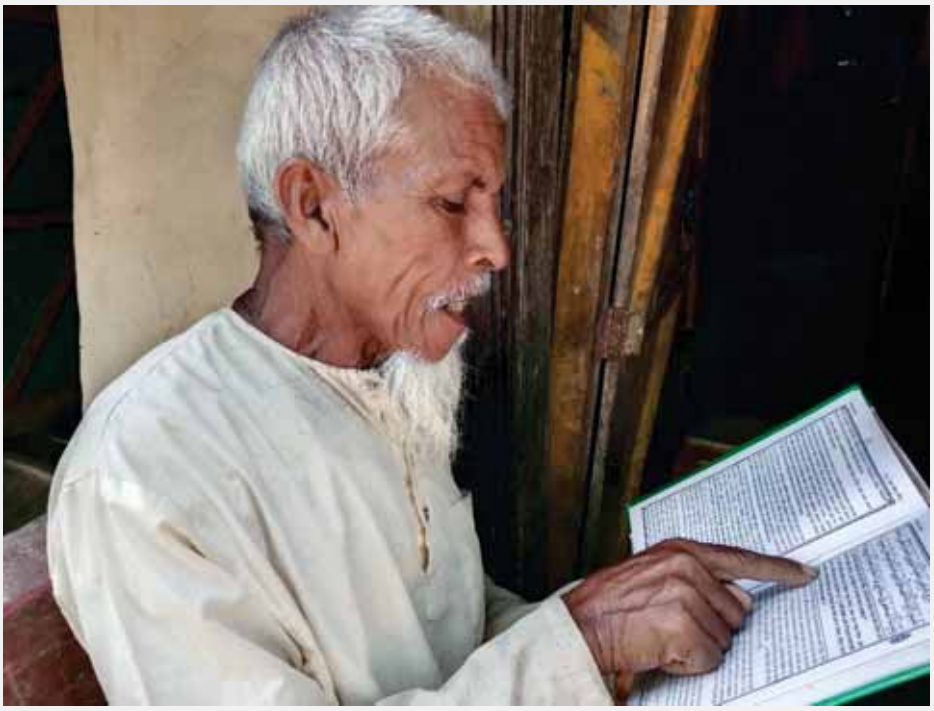

কোস্ট ফাউন্ডেশন সমৃদ্ধি কর্মসূচির পক্ষ থেকে বিনা মুল্যে চোখের ছানি অপারেশনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সুখের সাথে জীবন যাপন। কুতুবদিয়া উপজেলার উত্তর ধুরুং ইউনিয়নের নতুন পাড়া গ্রামের ৫নং ওর্য়াডের বাসিন্দা মো: নুরুল আমিন (৬২)। তিনি পেশায় বৃদ্ব তেমন কাজ করতে পারেনা। তার ছেলের সংসারে সামান্য কিছুটা ঘরের কাজ করে জীবন যাপন করে। তার ছেলে মো: আমান উল্লাহর ১ ছেলে ২ মেয়েসহ সংসারের মোট ৭জন সদস্য নিয়ে তার সংসার। আমান উল্লাহ সাগরে মাছ ধরে সংসারের জীবিকা নির্বাহ করে। তিনিই একমাত্র আয়ের উৎস। সংসারে ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার খরচ দিয়ে চিকিৎসা সহ সংসারের খরচ চালিয়ে যেথে হিমসিম খেয়ে পড়ে। অভাবের সংসারে পিতা: নুরুল আমিনকে ভালো কোন ডাক্তার দেখাতে না পেরে তার চোখের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে চলে যায়। প্রতিমাসের ন্যায় স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় মো: নুরুল আমিন চোখ নিয়ে খুব সমস্যায় ভোগছেন। যেমন: চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং চোখে কিছু দেখেতে না পাওয়া, সে আর জীবনে চোখে দেখতে পাবেনা বলে হাল ছেড়ে দেয়। তার অবস্থা দেখে আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক একটি রেজিষ্টারে তাহার

নতুন পাড়া- ছানি অপারেশনের পর ছবি সংগ্রহে-মো: রশিদ- সমাজিক উন্নয়ন অফিসার, তাং ২৫/১০/২০২১ইং

নামটি তালিকা ভোক্ত করেন। চট্রগ্রামে চুক্ষ হাসপাতালের একদল বিশেষ চুক্ষ ডাক্তার নিয়ে ক্যাম্প আয়োজন করলে, মো: নুরুল আমিন সেখানে ডাক্তার দেখান। ডাক্তার তাহাকে দেখার পর দৃত অপারেশন করে পেলার পরার্মশ দেয়। ডাক্তারের পরার্মশ অনুযায়ী কোস্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত ছানি অপারেশন করার জন্য তার নাম তালিকা ভোক্ত করা হয়। তাহাকে চট্রগ্রাম চুক্ষ হাসপাতালে ছানি অপারেশন করার জন্য পাঠালে, তিনি সফল ভাবে অপারেশন করে এলাকায় ফিরে আসে। পরর্বতি মাসে আমাদের স্বাস্থ্য পরিদর্শক খানা পরিদর্শনে গেলে তার অবস্থা জানতে চাইলে জানান,তিনি বর্তমানে সম্পুর্ণ চোখে দেখতে পাই এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি জীবনে আর কোন দিন চোখে দেখতে পাবেনা এমনটি মনে করেছিলেন। তার সুস্থতায় তাদের পরিবারে কিছুটা হলেও আলোর মুখ দেখছে পাই। মো: নুরুল আমিন আশাবাদ ব্যাক্ত করে বলেন, তার এমন অবস্থায় কোস্ট ফাউন্ডেশন এগিয়ে আশার জন্য এবং তাহার চোখের দৃষ্টি পিরিয়ে দিতে সাঁবিক সহযোগিতা করার জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশনের সকল সহর্কমীর প্রতি ও সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রকাশনা তৈরিতে যারা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সমৃদ্ধি কর্মসূচি ও ধূরুং শাখার সকল সহকমী গণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ,আরো তথ্য প্রদানে আপনাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন সমৃদ্ধি টিমের পক্ষে ।

মো: দিদারুল ইসলাম, সমৃদ্ধি-কর্মসূচি সমন্বয়কারী

মোবাইল- ০১৭১৩-৩৬৭৪৪২

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়- ১নং উত্তর ধূরুং ইউনিয়ন পরিষদ,৩য় তলা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

didarmd@coastbd.net, web- www.coastbd.net

COAST Has Special Consultative Status With UN ECOSOC

‡Kv÷ dvD‡Ûkb mg„× Kg©m~Pi
gva¨‡g KZ©e¨`qv Dc‡Rjv DËi
a~iæs BDwbq‡bi Amnvq `wi`ª
cwiev‡ii †gvU 108 Rb‡K †Pv‡Li
Qwb Acv‡ikb †mev cÖ`vb Kiv nq|
cjøxKg©mnvqK dvD‡Ûkb
(wc‡KGmGd) Gi mnvqZvq|